দৈনিক জনকণ্ঠ

8/৯/2003

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষাঙ্গনে নির্বাচনী ঢেউ ॥ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা ভোট ভিক্ষায় ব্যস্ত ॥ স্কুল-কলেজ ফাঁকা

শরিফুজ্জামান পিন্টু

নির্বাচনী আমেজে দেশের শিক্ষাঙ্গনে একাডেমিক পড়াশোনা ঝিমিয়ে পড়েছে। প্রায় সর্বত্রই পরীক্ষা ও পড়াশোনা চলছে ঢিমাতালে। ছাত্ররাজনীতিমুক্ত ও নামীদামী কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কমে এসেছে। শিক্ষকদের অনেকে ব্যস্ত নির্বাচনী কাজে। খোদ রাজধানীতে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করা হচ্ছে নির্বাচনী প্রচারে। রাজধানীর কয়েক প্রার্থী দিনে দুইশ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের লিফলেট বা ফুল বিতরণে নিয়োগ করেছেন।

সংঘাত, সংঘর্ষ বা উত্তেজনা গত দেড়মাসের মধ্যে গ্রাস করেছে রাজধানী ঢাকাসহ জেলা শহরের প্রায় ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। নির্বাচনী সহিংসতা ও ডামাডোলে এসব স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানে এখন টালমাটাল অবস্থা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘট। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষক প্রতিরোধ ছাত্রঐক্যের ধর্মঘটের কারণে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে। ছাত্রসংঘর্ষের পর মাসাধিককাল ধরে বন্ধ রয়েছে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে অচলাবস্থা। রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতার প্রভাব পড়ছে দেশের স্পর্শকাতর কিছু শিক্ষাঙ্গনে। শুরু হয়েছে ক্যাম্পাস দখল বা পাল্টা দখলের মহোৎসব। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকার পরিবর্তে শিক্ষাঙ্গন হয়ে উঠেছে দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। এসবের পাশাপাশি সচেতন নাগরিক হিসাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনেকেই পাঠদান বা গ্রহণ থেকে বেশ দূরে সরে নির্বাচনী হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। অফিস-আদালত, হোটেল-রেস্তরাঁর মতো ছাত্ররাজনীতি থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখন নির্বাচনী আলোচনায় সরগরম। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনেকেই এখন দল বা প্রার্থীকে উদ্ধারে ব্যস্ত। ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় নেতা-কর্মীদের ঘুমতো বেশ আগেই হারাম হয়ে গেছে। নির্বাচনী হাওয়া জোরেশোরে বইতে শুরু করায় একাদশ শ্রেণীর পড়াশোনা পুরোদমে শুরু হচ্ছে না। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এমনকি ক্লাস শুরু করেছে বেশ কয়েকটি স্বনামধন্য কলেজ। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া উঠতি বয়সের অসংখ্য তরুণের মধ্যে এখন পুরোপুরি নির্বাচনী আমেজ। নির্বাচন শেষ হবার আগে এদের পড়ার টেবিলে ফেরার আর সম্ভাবনা নেই। নামীদামী কিছু কলেজ ছাড়া অধিকাংশ কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এখন নির্বাচনী জ্বরে আক্রান্ত। যে কারণে এসব কলেজের পরিবেশ এখন পড়াশোনার বদলে নির্বাচনমুখী।

এদিকে দেশের পাঁচ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর অধীর অপেক্ষা এখন এইচএসসি পরীক্ষার ফলকে ঘিরে। নির্বাচনী এই ডামাডোলের মধ্যে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হতে পারে এইচএসসির ফল। প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষদিন ৬ সেপ্টেম্বরের পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। দেশজুড়ে নির্বাচনী হৈ চৈ এর মধ্যে পাবলিক পরীক্ষা এইচএসসির ফল নিয়ে আগ্রহ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা চাপা পড়ে যাচ্ছে। জাতীয় সংসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে দল ও প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী জোয়ার সৃষ্টিতে তরুনদের ভূমিকা থাকে মুখ্য। আর অধিকাংশ তরুণই কোন না কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র। তাদের রয়েছে পছন্দের রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি। যে কারণে জাতীয় নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারণে শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা থাকবে মুখ্য।

রাজধানীর মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনেকে এখন শ্রেণীকক্ষের বদলে নেতা-নেত্রীদের পিছনে ছুটছেন। তবে যেসব কলেজে ছাত্র সংসদ নেই সেখানে নির্বাচনী আমেজ কম এবং পড়াশোনা আগের মতোই চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। খুলনার সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ মাযহারুল হান্নান বলেন, সারাদেশ যেখানে নির্বাচনী জোয়ারে ভাসছে সেখানে সমাজের সচেতন নাগরিক হিস্যাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি চুপ থাকবে এটা ভাবা যায় না। তবে সকলের খেয়াল রাখা উচিত তাদের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব পাঠদান ও পাঠগ্রহণ ঠিক রাখা।